অষ্টম অধ্যায়

স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব

প্রশ্ন ▶ ১ মিতালী আক্তার তার পাঁচ ছেলে-বউ, নাতি-নাতনি নিয়ে এক বিরাট যৌথ পরিবারে বাস করেন। একসাথে থাকায় গ্রামের সবাই পাঁচ ছেলের প্রত্যেককে বেশ সমীহ করে চলে। যদিও মনে মনে সবাই প্রত্যাশা করে যেন যৌথ পরিবারটির শক্তি কমে যায়। সময়ের আবর্তনে সুযোগ-সুবিধাকে কেন্দ্র করে নাতি-নাতনিদের মাঝে দ্বন্দ্ব শুরু হলে পরিবারটিতে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে মিতালী আক্তার যৌথ পরিবার ভেঙে দিতে বাধ্য হন। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. কমিউনিজমের পতন হয় কখন? ১

খ. সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির ক্ষেত্রে কমিউনিজমের আদর্শের অন্তঃসারশূন্যতা কতটুকু দায়ী ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কিসের অনুপস্থিতি মিতালী আক্তারের যৌথ পরিবারের ভীতকে দুর্বল করে তুলেছিল? ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, মিতালী আক্তারের যৌথ পরিবারের ভাঙন গ্রামবাসীর মানসিক পরিবর্তনে সহায়ক? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ শতকের শেষের দিকে কমিউনিজমের পতন হয়।

খ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পেছনে অন্যতম কারণ হলো কমিউনিজমের আদর্শের অন্তঃসারশূন্যতা। কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা, দক্ষতা ও উৎপাদনের প্রতি জোর দেওয়া হয়। এতে বলা হয়, "এখানে তোমরা আদর্শের খাতিরে কাজ কর, অর্থের জন্য নয়।" কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার পরও যখন সমাজের সাধারণ মানুষ দেখল যে, দেশের নেতৃবৃন্দ দুর্নীতিতে লিপ্ত ও বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে তখন এ ব্যবস্থার কল্পনা বিলাস থেকে তাতের মোহমুক্তি ঘটল। জনগণ নেতৃবৃন্দকে হিংসার চোখে দেখা শুরু করে। কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ নিজের হাতে ক্ষমতা ধরে রাখতে এবং তা যতদূর সম্ভব বাড়ানোকে একটি অভিষ্ট হিসেবে নির্ধারন করে। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি ঘটে।

গ উদ্দীপকের মিতালী আক্তারের যৌথ পরিবারের মধ্যে প্রথম দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে সুযোগ-সুবিধাকে কেন্দ্র করে। পরিবারের সদস্যদের মাঝে এরূপ দ্বন্দ্ব দেখা যাওয়ার প্রধান কারণ হতে পারে সদস্যদের মাঝে সুযোগের অসমতা। কেননা একটি পরিবারের মধ্যে তখনই এরূপ বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে, যখন সব সদস্য সমান সুযোগ-সুবিধা পাবেন না। পরিবারের সদস্য হিসেবে সবারই সমান সুযোগ পাওয়ার কথা, এর ব্যতিক্রম ঘটলেই দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। সুযোগের সমতার অনুপস্থিতিই এ পরিবারে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে, যার চূড়ান্ত পরিণতি হলো যৌথ পরিবারের ভাঙন। এরূপ কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়। কেননা সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকেরা যে আকাঙ্ক্ষা ও সমতার প্রত্যাশা নিয়ে বিপ্লব ঘটিয়েছিল, রাষ্ট্র পরিচালকের অদক্ষতা, সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা এবং বিলাসী জীবনযাপন এক্ষেত্রে চরম বৈষম্য তৈরি করে। ফলে সাধারণ জনগণ তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে বলে মনে করে। এরূপ পরিস্থিতি রাষ্ট্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয় এবং ইউনিয়ন ভেঙে পড়ে। এরূপ অসমতার জন্যই উদ্দীপকের মিতালী আক্তারের যৌথ পরিবারের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং একসময় ভেঙে যায়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত মিতালী আক্তারের যৌথ পরিবারে পাঁচ ছেলে ও তাদের সন্তান-সন্ততি থাকায় পারিবারিক প্রভাব বেশি হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এরূপ একটি পরিবার গ্রামে সবার ওপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। তাই গ্রামবাসী এ পরিবারকে ভয়ে অথবা শ্রদ্ধায় যাই হোক সমীহ করে চলে। গ্রামীণ বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করায় কেউ কেউ হয়তো বা তাদেরকে পছন্দ নাও করতে পারে। আর এ কারণে এরূপ একটি পরিবার ভেঙে আলাদা হয়ে গেলে এর ক্ষমতা হ্রাস পাওয়াজনিত কারণে গ্রামবাসীর খুশি হওয়াটা স্বাভাবিক। গ্রামে এক আধিপত্য হ্রাস পাওয়ার ফলে গ্রামের সার্বিক অবস্থা পরিবর্তিত হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে। কেননা যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন বহাল ছিল সে সময় অন্যান্য দেশে তারা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালাত। কোনো কোনো দেশ এ কারণে অনীহা সত্ত্বেও রাশিয়াকে শ্রদ্ধা করে চলত। রাশিয়ার পতনের পর এসব দেশ স্বভাবতই খুশি হবে এবং তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হবে। উদ্দীপকের মিতালী আক্তারের পরিবারের পতনের (ভাঙনের) ফলেও সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীর মানসিকতার এরূপ পরিবর্তন সাধিত হবে। যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ার ফলে মিতালী আক্তারের পরিবার পূর্বে ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা গ্রামবাসীর ওপর যেরূপ নিয়ন্ত্রণ করত তা না থাকায় গ্রামবাসীর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটতে পারে। যে কারণে বলা যায়, এটি গ্রামবাসীর মানসিক পরিবর্তনে সহায়ক হবে।

প্রশ্ন ▶২ X নামক একটি দেশের রাজনৈতিক দলের নেতারা কর্মীদের এই মর্মে উদ্বুদ্ধ করেন যে, তোমরা আদর্শের জন্য কাজ করবে, অর্থের জন্য নয়। তারা কর্মীদের বর্তমানের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে ভবিষ্যৎ সুখের জন্য আত্মত্যাগের আহ্বান জানান। কিন্তু নিজেদের দুর্দশা দেখে এবং পুঁজিবাদের সুখসমৃদ্ধির দিকে তাকিয়ে কর্মীরা উক্ত দেশটির নেতাদের আহ্বান উপেক্ষা করতে থাকে। এক পর্যায়ে উক্ত দেশটির রাজনৈতিক নেতারা ব্যর্থ হয়। কারণ বর্তমান যুগ হচ্ছে ভোগবাদীর যুগ, ত্যাগের যুগ নয়।

◀ *শিখনফল: ১*

ক. গর্বাচেভের পুরো নাম কী? ১

খ. সোভিয়েত ইউনিয়ন কীভাবে গঠিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে X নামক দেশটির রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতার সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের কোন কারণটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. X নামক দেশটির নেতৃবৃন্দের আহ্বান ভোগবাদী যুগে অসামঞ্জস্যপূর্ণ– পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গর্বাচেভের পুরো নাম মিখাইল গর্বাচেভ।

খ লেনিনের নেতৃত্বে কাল মার্কসের মতবাদে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের বলশেভিক বিপ্লবের পর ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে যেটি আত্মপ্রকাশ করে সেটিই সোভিয়েত ইউনিয়ন নামে পরিচিত।

আয়তনের দিকে পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন। ২১টি প্রজাতন্ত্র নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়। দেশটির লোকসংখ্যা ১৪ কোটি ৪১ লক্ষ। আয়তন ১,৭০,৭৫,০০০ বর্গ কি.মি.। সোভিয়েত ইউনিয়নকে রাশিয়া নামে চিনলেও আসলে রাশিয়া ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্যগুলোর একটি। স্ট্যালিনের শাসনামল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের যৌবনকাল বিদ্যমান ছিল।

গ উদ্দীপকে X নামক দেশটির রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতার সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের কমিউনিজমের অন্তঃসারশূন্য আদর্শের কারণটির সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত নেতারা কর্মীদের বর্তমানের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে ভবিষ্যৎ সুখের জন্য আত্মত্যাগের ঘটনাটি সমাজতন্ত্রের আদর্শের কথা মনে করিয়ে দেয় যা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

কমিউনিজমের আদর্শে বিশ্বাসীদের শিক্ষা দেওয়া হয় যে, তোমরা আদর্শের জন্য কাজ করবে অর্থের জন্য নয়। কিন্তু বাস্তবে ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া শুধু আদর্শের জন্য কাজ করা ভোগবাদী যুগে মানব চরিত্রের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। নিজেদের সুযোগ-সুবিধার কথা ভেবে পুঁজিবাদের আদর্শের দিকে আকৃষ্ট হয়ে কর্মীরা নেতাদের আদেশ অমান্য করে। যার ফলে কমিউনিজম আদর্শের মধ্যে ফাটল ধরতে শুরু করে এবং পরবর্তীতে মানুষ তথা কর্মীরা কমিউনিজম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যার ফলশ্রুতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ত্বরান্বিত হয়।

ঘ X নামক দেশ বলতে মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নকে বোঝানো হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের আহ্বান ভোগবাদী যুগে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মন্তব্যটি যথার্থ বলে আমি মনে করি।

সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা কমিউনিজমের নেতাদের আহ্বান হল তোমরা (কর্মীরা) আদর্শের জন্য কাজ করবে অর্থের জন্য নয়। কিন্তু বাস্তবে ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া শুধু আদর্শের জন্য কাজ করা ভোগবাদী যুগে ভ্রান্ত একটি ধারণা মাত্র। একটা প্রজন্মকে হয়তো ভোগবিলাস ত্যাগ করে ভবিষ্যৎ সুখের জন্য আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব। কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্মকে এ আদর্শে ধরে রাখা সম্ভব নয়। মানুষ স্বভাবতই স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপন করতে চায়, মানুষ তার যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে জীবনের পূর্ণতা চায়। কিন্তু কমিউনিজমে সাম্যবাদ সৃষ্টি করতে গিয়ে যখন শুধু প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রাখা হয়, তখন যোগ্যতা ও অযোগ্যতার প্রশ্ন ওঠে। যোগ্য ব্যক্তিরা তাদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে, কাজের গতি হ্রাস পায়, তারা অলসতার দিকে ধাবিত হয়। অর্থনৈতিক চাকা থেমে যায়, ভবিষ্যৎ সুখ-সমৃদ্ধি ঝাপসা হয়ে আসে। এ অবস্থায় কমিউনিজম থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয়। উদ্দীপকে এ বিষয় সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রশ্নোল্লিখিত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৩ রায়হান চৌধুরী আবছায়া গ্রামের সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিজের আত্মীয় স্বজনদেরকে বিভিন্ন পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করে খুব সহজেই অনেক ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হন। কিন্তু তার এ অবাধ ক্ষমতার বিরুদ্ধে একপর্যায়ে গ্রামবাসী আন্দোলন শুরু করে। অবস্থা খারাপ দিকে যাওয়ায় রায়হান চৌধুরী বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী তার গাড়িতে হামলা করলে গাড়ি রাস্তার পাশের খাদে পড়ে যায় এবং গাড়িতে থাকা সবাই ঘটনাস্থলেই মারা যান।

◀ *শিখনফল: ৩*

ক. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কখন এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় রূপ নিয়েছে? ১

খ. সংহতি আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রায়হান চৌধুরীর পরিণতির সাথে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত কোন দেশের সর্বশেষ কমিউনিস্ট শাসকের পরিণতির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ক্ষমতার অপব্যবহারই রায়হান চৌধুরীর বিরুদ্ধে গ্রামবাসীকে বিক্ষুব্ধ করেছিল — তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় রূপ নিয়েছে।

খ ১৯৮০ সালের আগস্ট মাসে কোনো রকম পূর্ব পরিচিতি ছাড়াই হঠাৎ করে লেস ওয়ালেসা নামে একজন শ্রমিক আন্দোলনের নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি পোল্যান্ডকে

সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিচালিত কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য মদদ জোগাতে থাকে। লেস ওয়ালেসা যে আন্দোলন শুরু করেন তা সংহতি আন্দোলন নামে সুপরিচিত। তার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পোল্যান্ডকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট থেকে মুক্ত করার প্রয়াসে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা। ওয়ালেসার সংহতি আন্দোলনের জনপ্রিয়তায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভীত হয়েছিল। সংহতি আন্দোলন লেস ওয়ালেসার শক্তি ও অসীম রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

গ উদ্দীপকের রায়হান চৌধুরীর পরিণতির সাথে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত রুমানিয়ার নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী মাসক নিকোলাই চসেস্কুর মিল রয়েছে। নিকোলাই চসেস্কু আকস্মিক এক বিপ্লবে ক্ষমতাচ্যুত এবং নিহত হন।

রুমানিয়ার স্বৈরাচারী কমিউনিস্ট শাসক ছিলেন নিকোলাই চসেস্কু। স্ট্যালিনের ঐতিহ্য অনুসারে কমিউনিস্ট দেশগুলোতে দলীয় পোলিটব্যুরোর হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকার কথা ছিল, এক ব্যক্তির হাতে নয়। কিন্তু চসেস্কু সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নিজ পরিবার-পরিজন এবং অনুগত ব্যক্তিদের বসিয়ে সবক্ষমতা নিজ হাতে নেন। এর ফলে ১৯৮৯ সালের ২২ ডিসেম্বর আকস্মিক এক বিপ্লবে তার পতন ঘটে এবং তিনি কোনো রকম রক্ষা পান। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। স্ত্রীসহ পালিয়ে যাওয়ার সময় বিপ্লবীদের হাতে ধরা পড়েন এবং তার ফাঁসি দেওয়া হয় এক গোপন বিচারের রায়ে এবং তৎক্ষণাৎ তা কার্যকর করা হয়।

ঘ উদ্দীপকের রায়হান চৌধুরী নিজ ক্ষমতা ও প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তার আত্মীয়স্বজনদেরকে নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে তার এ ক্ষমতার প্রয়োগ অন্যান্যদেরকে বঞ্চিত করেছে।

গ্রামবাসীর নিজ নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে যেখানে সরকারি পদে নিয়োগ পাওয়ার কথা ছিল, সেখানে রায়হান সাহেব ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে নিজ লোকদেরকে নিয়োগ দিয়েছেন। আবার এসব পদের নিজ লোকদেরকে ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি নিজ ক্ষমতাকে আরও সংহত করেছেন যেভাবে করেছিলেন নিকোলাই চসেস্কু। কিন্তু এ সংহত ক্ষমতা চসেস্কুকেও রক্ষা করতে পারেনি, রায়হান সাহেবকেও নয়। কেননা ক্ষমতা যতই থাকুক, সাধারণ জনতার ঐক্যবদ্ধ শক্তির সামনে তা কিছুই নয়।

সাধারণ মানুষকে উপেক্ষা করে ক্ষমতা দখল করে থাকা সম্ভব নয়। বঞ্চিত করে তো আরও নয়। হয়তো বা সাময়িকভাবে এটি সফল হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ীভাবে তা কখনো সম্ভব নয় এবং এজন্য চরম মূল্য দিতে হয়। যেমন রায়হান সাহেব চসেস্কুর মতো চরম মূল্য দিলেন। ক্ষমতার অপব্যবহার না করলে হয়তোবা তাকে এ পরিণতি বরণ করতে হতো না। কেননা ক্ষমতার অপব্যবহার না করলে গ্রামবাসী বঞ্চিত হতো না। আর বঞ্চিত না হলে রায়হান সাহেবের প্রতি তাদের বিক্ষুব্ধ হওয়ার কোনে কারণ ছিল না। চরম বঞ্চনা ও ক্ষমতার অপব্যবহার গ্রামবাসীকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। তার গাড়িতে হামলা করার মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪ শ্যামপুর জেলাটি একটি বিশাল আয়তনের জেলা। জেলাটি সাম্যবাদের আদর্শে গঠিত। দীর্ঘদিন এ আদর্শে জেলাটি পরিচালিত হলেও এক সময় জেলা নেতৃবৃন্দ দুর্নীতিতে লিপ্ত হয় এবং তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। এমনটি লক্ষ্য করে জেলার সাধারণ মানুষ জেলার গঠনগত আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফলে এ বিশাল জেলাটি ভেঙে গিয়ে ১৫টি জেলায় পরিণত হয়। *◀ শিখনফল: ৪*

ক. SEATO কত সালে গঠিত হয়? ১

খ. 'গ্লাসনস্ত' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের জেলার ভাঙনের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে রাষ্ট্রটি ভাঙনের একটি কারণ ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত রাষ্ট্রটি ভাঙনের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SEATO ১৯৫৪ সালে গঠিত হয়।

খ গ্লাসনস্ত বলতে খোলামেলা আলোচনাকে বোঝায়।

মিখাইল গর্বাচেভ তার পূর্বসূরি ব্রেজনেভের আগ্রাসী নীতি পরিত্যাগ করে খোলামেলা নীতি গ্রহণ করে। তার এ নীতিই গ্লাসনস্ত নামে পরিচিত। গ্লাসনস্ত নীতির ফলে রুশ জনগণতাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও খোলামেলা আলোচনার সুযোগ পায়।

গ উদ্দীপকের জেলার ভাঙনের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙনের অন্যতম কারণ শাসকদের দুর্নীতি ফুটে উঠেছে।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদী আদর্শ নিয়ে গঠিত হয় বিশাল আয়তনের এ রাষ্ট্রটি। দীর্ঘদিন সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত হলেও একপর্যায়ে এই মহৎ আদর্শের বিচ্যুতি ঘটে। কমিউনিস্ট পার্টির একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের ফলে শাসক দলের অভ্যন্তরে অনেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্তরের দলীয় নেতারা নিজেদের বিপুল ক্ষমতা সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আধিপত্য বজায় রাখতে বেশি সচেষ্ট ছিল। শাসকদের দুর্নীতি কিছু সংখ্যক লোকদের হাতে সকল সম্পত্তি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লে সাধারণ জনগণ বঞ্চিত হয়। ফলে নেতারা যে আদর্শ দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়। ফলে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে ১৫টি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়।

উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, বিশাল আয়তনের শ্যামপুর জেলাটি সাম্যবাদের আদর্শে গঠিত হলেও একপর্যায়ে জেলাটির নেতৃবৃন্দ দুর্নীতিতে লিপ্ত হয় এবং তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। এমনটি লক্ষ্য করে জেলার সাধারণ মানুষ জেলার গঠনগত আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফলে এ বিশাল জেলাটি ভেঙে গিয়ে ১৫টি জেলায় পরিণত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত জেলার সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের শ্যামপুর জেলার সাদৃশ্যপূর্ণ রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী— উক্তিটি যথার্থ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের মধ্যে অন্যতম হলো ইস্টার্ন সোভিয়েত ব্লকে জাতীয়তাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। এর ফলে জাতিগত সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং বসনিয়া- হার্জেগোভেনিয়া ও চেচনিয়ার জাতিগত সংঘাত এখনও ক্রিয়াশীল।

প্রথমত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন আর সমাজতন্ত্রের পতন সমার্থক নয় বলেই অনেকে মনে করেন। কেননা চীনে এখনও সমাজতন্ত্র বিদ্যমান। অদূর ভবিষ্যতে একক পরাশক্তির মার্কিন তাঁবেদারিতে বিরক্ত হয়ে বিশ্বের দেশে দেশে সমাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন ঘটবে বলে অনেকে মনে করছেন।

দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনে এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটার ফলে বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে বৈদেশিক নীতি পরিবর্তিত হয়। এর ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং মার্কিন মূল্যবোধ প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে।

তৃতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির স্থলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি দ্রুত অনুসৃত হতে থাকে। অতিদ্রুত পুঁজিবাদী অর্থনীতির দিকে ধাবিত হওয়ায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অর্থনীতি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। এর ফলে বহু বিত্তশালী ব্যবসায়ী রাতারাতি বিকল হয়ে যায়।

চতুর্থত, গর্বাচেভ তার পেরেস্ত্রোইকার দ্বারা সোভিয়েত সিস্টেমে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পেরেস্ত্রোইকা সোভিয়েত সমাজে পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়। এমনকি প্রচলিত ব্যবস্থাটিকে পঙ্গু করে ফেলে। এর ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অর্থনীতি ফাটা বেলুনের মতো চুপসে যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের প্রভাব অত্যন্ত গভীর।

প্রশ্ন ▶৫ বিংশ শতাব্দী ছিল ভাঙা-গড়ার শতাব্দী। এই শতাব্দীতে বিশ্বে অনেক স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। আবার অনেক রাষ্ট্র ঐক্যবদ্ধ হয়। যেমন 'ক' নামক রাষ্ট্র ভেঙে অনেকগুলো রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় আবার 'খ' নামক রাষ্ট্রটি তাদের দীর্ঘদিনের বিভাজন নীতিকে ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়। ◀ *শিখনফল: ৩ ও ৮*

ক. সর্বশেষ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের নাম কী? ১

খ. বার্লিন প্রাচীর বলতে কী বোঝ? ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রের সাথে তোমার পঠিত কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের মিল আছে? উক্ত রাষ্ট্রের ভাঙনের কারণ লেখ। ৩

ঘ. 'খ' রাষ্ট্রের সাথে তোমার পঠিত যে রাষ্ট্রের মিল আছে তার একত্রীকরণ সম্পর্কে লেখ। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সর্বশেষ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের নাম মিখাইল গর্বাচেভ।

খ ১৯৬১ সালে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত পূর্ব জার্মান সরকার কর্তৃক পশ্চিম বার্লিনের চারপাশে যে দেয়াল নির্মিত হয় সেটিই ইতিহাসে 'বার্লিন প্রাচীর' নামে পরিচিত।

পশ্চিম জার্মানিতে ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় পূর্ব জার্মানির অনেক নাগরিক পশ্চিম জার্মানিতে পালিয়ে যেতে শুরু করে। এ বিপুল পরিমাণ অভিবাসন রোধ করার জন্য পূর্ব জার্মানি সরকার পশ্চিম বার্লিনের চারপাশে বার্লিন দেয়াল নির্মাণ করেন। আর এ দেয়ালই 'বার্লিন প্রাচীর' নামে সুপরিচিত।

গ 'ক' রাষ্ট্রের সাথে আমার পঠিত বৃহৎ রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের ভাঙনের মধ্য দিয়ে যেমন অনেকগুলো ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়, তেমনিভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে ১৫টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে বৃহৎ রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পেছনে কতগুলো কারণ রয়েছে। যথা—

১. কমিউনিস্ট পার্টির স্বৈরতন্ত্র: ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করার পর সর্বহারা একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অপব্যাখ্যা করে একদলীয় স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করেন। স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্য জনগণ সাম্যবাদী আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

২. অর্থনৈতিক সংকট: অনেক অনুৎপাদনশীল খাত তথা মিলিটারি, পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র, মহাকাশ বিজ্ঞানে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হত। এছাড়াও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে অনুগত রাখতে অনেক অর্থ সাহায্যে দেওয়ায় মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, যা সোভিয়েত ইউনিয়নকে পতনের দিকে ধাবিত করে।

৩. সীমাহীন দুর্নীতি: সীমাহীন দুর্নীতি সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচিত। এই দুর্নীতি পুরো জাতির সম্পদকে কিছু লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলে।

৪. সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্রনীতি: পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও সম্প্রসারণ নীতি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙনের আরেকটি কারণ। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার নীতিই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

সর্বোপরি বলা যায়, উপরিউক্ত কারণগুলোর পাশাপাশি মিখাইল গর্বাচেভের অদক্ষতাপূর্ণ শাসনও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের জন্য দায়ী।

ঘ 'খ' রাষ্ট্রের সাথে আমার পঠিত জার্মান রাষ্ট্রের মিল রয়েছে। জার্মানির একত্রীকরণ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে দুই জার্মানীর পুনঃএকত্রীকরণ প্রক্রিয়া ও প্রয়াস আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত। দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান অচলাবস্থার পর ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে দুই জার্মানির মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। একই বছর পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ডেট পূর্ব

জার্মানির প্রধানমন্ত্রী উইলি স্ট্রুপের সাথে সাক্ষাৎকালে দুই জার্মানির একত্রীকরণের বিষয়ে উভয়ই আন্তরিক মনোভাব করেন এবং এ প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাবার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ১৯৭৩ সালে দুই জার্মানি জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উভয়েরই মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৯ সালের দিকে পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন এবং সোভিয়েত নীতির পতন দুই জার্মানির একত্রীকরণ জার্মান জাতির সামনে প্রধান করণীয় হয়ে যায়। পূর্ব-পশ্চিম জার্মান জনগণ ও সরকারের সদিচ্ছার কারণে ১৯৯০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর দুই জার্মানিকে বিভক্তকারী সীমারেখা বার্লিন দেয়াল ভেঙে ফেলা হয়। একই সাথে একত্রীকরণ বিষয়ে পূর্ব জার্মানিতে প্রথম অবাধ ও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ভোটাররা একত্রীকরণের পক্ষে ভোট দেয়। জার্মান জনগণের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দুই জার্মানসহ চার বৃহৎ শক্তি তথা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ব্রিটেন ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর জার্মান পুনঃএকত্রীকরণের আন্তর্জাতিক দিকগুলো পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির একত্রীকরণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম একক জার্মান রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে।

পরিশেষে বলা যায় যে, একত্রীকরণের মাধ্যমে জার্মানিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

প্রশ্ন ▶ ৬ পৃথিবীতে কোনো ক্ষমতাই স্থায়ী নয়। প্রমাণিত হয়েছে একটি বিশাল অঞ্চলের নেতৃত্ব দানকারী পৃথিবীর বৃহৎ এক শক্তির পতনের মধ্য দিয়ে স্নায়ুযুদ্ধের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে ছোট হয়ে যায় ক্ষমতার পরিধি। অবশেষে ১৯৯১ সালে খ্রিস্টমাস ডে (২৫ ডিসেম্বর) রাত ৭টা ৩৫ মিনিটে ক্ষমতাহীন হয়ে যে পতাকা উত্তোলিত হয় তা দুর্বলতা আর হেরে যাওয়ারই নির্দেশনা। কথাগুলো বললেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত সামরিক বিশ্লেষক জনাব জামিল খান। ◀ *শিখনফল: ৪*

ক. কত সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়?

খ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ছিল না– ব্যাখ্যা কর।

গ. জনাব জামিল খানের তথ্যে কোন শক্তির পতনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. এই ধরনের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র নিজেদের প্রভাব বহুদিন ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল কি? মূল্যায়ন কর।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯১৯ সালে ১ম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়।

খ প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ইউরোপীয় অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ছিল না।

যুদ্ধবিধ্বস্ত সামরিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এ কারণে সেখানে জারতন্ত্রের অবসান এবং বলশেভিক বা রুশ বিপ্লব (১৯১৭) সাধিত হয়।

গ জনাব জামিল খানের তথ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়া বিশ্বের দুই ক্ষমতাধর পরাশক্তির একটিতে পরিণত হয়। কিন্তু তার এ অবস্থান বেশি দিন টিকে থাকেনি। লেনিন, স্ট্যালিন ও ব্রেজনেভের পর গর্বাচেভ ক্ষমতায় এসে 'গ্লাসনস্ত' নামক 'খোলামেলা নীতি' ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে তিনি রাশিয়ার সংস্কার পরিচালনার জন্য 'পেরেস্ত্রৈকা' নামে অপর এক কর্মসূচি ঘোষণা করেন। গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা নীতির ফলে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ সমস্যা দেখা দেয়। খোলামেলা নীতির ফলে রুশ জনগণ কমিউনিজমের ত্রুটিগুলো এবং এর ফলে অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কথা খোলামেলা আলোচনা ও মত প্রকাশের সুযোগ পায়। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির কঠোর শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে রুশ ও অন্যান্য রিপাবলিকের জনগণ জেগে ওঠে। ইউনিয়নভুক্ত 'সোভিয়েত রিপাবলিকগুলো' স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ে। ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই ১৫টি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র স্বাধীনতা ঘোষণা করে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করে। ১৯৯১ সালের ২৫ ডিসেম্বর রাত ৭টা ৩৫ মিনিটে ক্রেমলিনের ছাদে উড়তে থাকা সোভিয়েত পতাকা নামিয়ে ওড়ানো হয় রাশিয়ান ব্যানার। অতঃপর ৩১ ডিসেম্বর সরকারিভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাপ্তি ঘোষণার মধ্য দিয়ে পরাশক্তি সোভিয়েতের পতন ঘটে।

সুতরাং উপরের উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের প্রখ্যাত সামরিক বিশ্লেষক জনাব জামিল খান ১৯৯১ সালে যে শক্তির ক্ষমতাহীন হওয়ার কথা বলেছেন সেটি হলো সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন।

ঘ হ্যাঁ, এই ধরনের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র নিজেদের প্রভাব বহুদিন ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সামরিক বিশ্লেষক জনাব জামিল খানের বক্তব্যে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে।

১৯৪৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে রুশ সৈন্যের উপস্থিতিতে শক্তিশালী 'পিপলস রিপাবলিক' গঠিত হয় এবং তারা মাস্কোর সাথে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ রিপাবলিকে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ হলো- যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া ও বুলগেরিয়া। ১৯৪৮ সালের মধ্যে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি এবং চেকোশ্লোভাকিয়াতেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। লেনিন ও স্ট্যালিনের শক্তিশালী শাসনের পর ব্রেজনেভ তার নতুন ডকট্রিন নিয়ে হাজির হন। সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ এর নীতি ছিল, যদি কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশে কমিউনিস্ট পার্টি হুমকির মুখে পতিত হয়, তবে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি উক্ত দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে। ব্রেজনেভ ডকট্রিন এর সফল প্রয়োগ ঘটানো হয় ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায়। সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি হুমকির মুখোমুখি হলে সোভিয়েত, জার্মান, পোলিশ, বুলগেরিয়ান এবং হাঙ্গেরিয়ান সৈন্য একযোগে চেকোশ্লোভাকিয়ায় অবতরণ করে সংস্কারবাদী 'আলেকজান্ডার দুবে'র বিদ্রোহ দমন করে। তবে ১৯৮৫ সালে মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতায় আসীন হয়ে তার পূর্বসূরীর ব্রেজনেভের নীতি পরিত্যাগ করে খোলামেলা নীতি

ঘোষণা করেন। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির কঠোর শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে রুশ ও অন্যান্য রিপাবলিকের জনগণ জেগে ওঠে এবং জনতার অধিকতর স্বাধীনতার প্রত্যাশায় সোভিয়েত ইউনিয়নে ভেঙে পড়ে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তারা এ সময় পর্যন্ত নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ৭ ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হলে কাশ্মীর নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করে আজাদ কাশ্মীর দখল করে নেয়। ফলে ভারতের অধীনে জম্মু কাশ্মীর রয়ে যায়। ১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করে এবং কাশ্মীরের একাংশ দখল করে। এভাবে কাশ্মীর বর্তমানে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। ◀ *শিখনফল: ৭ ও ৮*

ক. গ্লাসনস্ত অর্থ কী? ১

খ. সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের অর্থনৈতিক কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের কাশ্মীর বিভক্তির মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কোন দেশটিকে এভাবে বিভক্ত করা হয় তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'কাশ্মীর এখনও বিভক্ত থাকলেও উক্ত রাষ্ট্রটির পুনঃএকত্রীকরণ হয়েছে'—বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্লাসনস্ত অর্থ "খোলামেলা নীতি"।

খ সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনে নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক কারণকে দায়ী করা যেতে পারে।

পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, যেমন– দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে নিজ প্রভাব বিস্তার করলেও এ বিস্তৃত সাম্রাজ্যেকে ধরে রাখতে যে আর্থিক সঙ্গতির প্রয়োজন ছিল তার অনুপস্থিতি তার মূল ভিতকে স্থূল করে তোলে। এমনকি ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সংকট এত গুরুতর আকার ধারণ করেছিল যে শিল্পোন্নত G-7 রাষ্ট্রগোষ্ঠী ১৯৯১ সালে শর্তসাপেক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঋণ প্রদান করতে সম্মত হয়েছিল।

গ উদ্দীপকে কাশ্মীর বিভক্তির মত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানিকে এভাবে বিভক্ত করা হয়েছিল।

পশ্চিমা রাষ্ট্রজোট আশঙ্কা করেছিল যে, সোভিয়েত প্রভাবে জার্মানি সাম্যবাদের আওতায় পড়তে পারে। অপরদিকে রাশিয়াও শঙ্কিত ছিল যে, পশ্চিমা রাষ্ট্রজোট জামার্নিকে সোভিয়েতবিরোধী ঘাঁটিতে পরিণত করতে পারে। অতএব দুই শক্তিই পরস্পরকে বাধাদান করার জন্য বিভিন্ন কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছিল। এ সকল মতবিরোধের ফলে জার্মানিতে পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি পৃথক রাষ্ট্র স্থাপিত হয় এবং জার্মানি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে লন্ডন সম্মেলনে একত্রিত হয়ে ফ্রান্স, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম জার্মানিতে জার্মান গণতান্ত্রিক সরকার FRG (Federal Republic of Germany) গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। অপরদিকে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে রুশ অধিকৃত অঞ্চল নিয়ে গঠন করা হয় GDR (German Democratic Republic)।

উদ্দীপকে, ১৯৪৭ সালের পর ভারত ও পাকিস্তান মিলে কাশ্মীর অঞ্চলটিকে বিভক্ত করে ফেলে। পরবর্তীতে চীনও কাশ্মীরের একাংশ দখল করে। যা আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মান রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত কাশ্মীর রাষ্ট্রটি এখনও বিভক্ত থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মান রাষ্ট্রটির পুনঃএকত্রীকরণ হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুই জার্মানির পুনঃএকত্রীকরণ প্রক্রিয়া ও প্রয়াস আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত। দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান অচলাবস্থার পর ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে দুই জার্মানির মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। একই বছর পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ডেট (Willy Brandt) পূর্ব জার্মানির প্রধানমন্ত্রী উইলি স্ট্রুপের (Willi Stoph) সাথে সাক্ষাৎকালে দুই জার্মানির একত্রীকরণের বিষয়ে উভয়েই আন্তরিক মনোভাব ব্যক্ত করেন। ১৯৮৯ সালের দিকে পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন এবং সোভিয়েত নীতির পতনের ফলে দুই জার্মানির একত্রীকরণ জার্মান জাতির সামনে প্রধান করণীয় হয়ে যায়। পূর্ব-পশ্চিম জার্মান জনগণ ও সরকারের সদিচ্ছার কারণে ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর দুই জার্মানিকে বিভক্তকারী সীমারেখা বার্লিন দেয়াল ভেঙে ফেলা হয়। ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির একত্রীকরণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম একক জার্মান রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে।

পরিশেষে বলা যায় যে, জার্মানির একত্রীকরণের মাধ্যমে দেশটিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

প্রশ্ন ▶ ৮ ক্ষমতা লাভের পর তিনি সংসদ ও গণতন্ত্রকে অবজ্ঞা করে শক্তির ওপর অধিক জোর দেন। 'জোর যার মুল্লুক তার'— এই নীতির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তিনি সামরিক বাহিনীর ওপর অধিক জোর দেন এবং রক্তপিপাসু হয়ে উঠেন। ◀ *শিখনফল: ৮*

ক. কখন সলফোরিনো-এর রক্তাক্ত যুদ্ধ হয়?

খ. ম্যাজিনির স্লোগান সম্পর্কে আলোচনা কর।

গ. উদ্দীপকটি জার্মান কোন নেতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'জার্মান একত্রীকরণে উক্ত নেতার অনন্য ভূমিকা রয়েছে'– বিশ্লেষণ কর।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৫৯ সালের ২৪ জুন সলফোরিনো এর রক্তাক্ত যুদ্ধ হয়।

খ অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইতালির জনমনে বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার বীজ গঠনে ম্যাজিনির স্লোগান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ম্যাজিনির নেতৃত্বে ১৮৩১ সালে 'Young Italy' নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার পর অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জনগণকে বিদ্রোহী করে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে, "প্রতিটি রাস্তায় ব্যারিকেড স্থাপন, প্রতিটি শহরকে এক একটি দুর্গ, প্রতিটি ঘরকে সংগ্রামের এক একটি চুলায় পরিণত করার স্লোগান দেন তিনি। এভাবে ম্যাজিনি ইতালির জনমনে স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত করেন।

গ উদ্দীপকটি জার্মান ইতিহাসে সুপরিচিত নাম হিটলারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৯১৯ সালে হিটলার জার্মান শ্রমিক দলে যোগদান করে অল্প দিনের মধ্যে সকলের নজর কাড়তে সক্ষম হন। তিনি জার্মান শ্রমিক দলে যোগদান করে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি তৈরি করে সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করেন এবং দলের নাম পরিবর্তন করে রাখেন জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদী জার্মান শ্রমিক দল (National Socialist German Workers Party) সংক্ষেপে নাৎসি পার্টি বা নাজিপার্টি। হিটলারের প্রচার সেল এত বেশি শক্তিশালী ছিল যে অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধ ফেরত সৈনিক, রক্ষণশীল রাজতন্ত্রী, দুর্দশাগ্রস্ত ব্যবসায়ী, হতাশাগ্রস্ত শ্রমিক, ক্যাথলিক বিরোধী, ইহুদিবিরোধী ও কমিউনিস্ট বিরোধীরা হিটলারের দলে সমবেত হয়। ১৯৩৩ সালে ক্ষমতায় আরোহণ করে হিটলার সংসদ ও গণতন্ত্রকে অবজ্ঞা করে শক্তির ওপর অধিক জোর দেন। "জোর যার মুল্লুক তার" এই নীতির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তিনি সামরিক বাহিনীর প্রতি অধিক জোর দিয়ে রক্তপিপাসু হয়ে ওঠেন।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়ে মূলত হিটলারের নীতিরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ জার্মান একত্রীকরণে হিটলারের ভূমিকা ছিল অসামান্য।

হিটলারের মূল লক্ষ্যই ছিল ভার্সাই সন্ধির অভিশাপ থেকে জার্মান জাতিকে মুক্ত করে আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে জার্মানির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া তার অন্যতম লক্ষ্য চিল জার্মান পুনঃএকত্রীকরণের মাধ্যমে জাতিগত ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাে লক্ষ্যে তিনি ১৯৩৩ সালে ভার্সাই সন্দি ত্যাগ করে ফ্রান্সের নিকট তার আলসাম ও লোরেন, সার অঞ্চল এবং পোল্যান্ডের নিকট ডানজিতা বন্দর ও পোলিশ করিডোর ফেরত চান। বৃহত্তর জার্মানি গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি জার্মান ভাষাভাসী অস্ট্রিয়ার অঞ্চলসমূহ এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতানল্যান্ড ও দাবি করেন। ভার্সাই সন্ধি মোতাবেক ১৯৩৫ সালে 'সার' অঞ্চল গণভোটের জন্য প্রস্তুতি শুরু হলে নাৎসি প্রচারকর্মী ব্যাপক প্রচার শুরু করে। সার-এর অধিবাসীর জার্মানির সাথে একত্রিত হওয়ার মত প্রকাশ করে। ১৯৩৬ সালে হিটলার 'রাইনল্যান্ড' দখল করে নেন। একই বছর হিটলার ইতালি ও জাপানের সাথে 'Anti-Comintern Treaty' চুক্তি গঠন করে চেকোশ্লোভাকিয়ার 'সুদেতেন' অঞ্চলের দিকে নজর দেন। এ জেলাতে সাড়ে তিন মিলিয়ন জার্মান অধিবাসী ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিটলারের নির্দেশে নাৎসিরা জার্মান-চেক সীমান্তে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে, এ অজুহাতে জার্মান সুদেতেন অঞ্চল দখল করে নেয়। এভাবে হিটলারের নেতৃত্বে জার্মান বাহিনী একে একে ভার্সাই সন্ধি লঙ্ঘন করে ১ম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মান সীমানার প্রত্যয় সমস্ত অঞ্চল পুনরাধিকার করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে "জার্মান একত্রীকরণে হিটলারের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৯ সাম্প্রতিক বিশ্বে ভ্লাদিমির পুতিন এক আলোচিত নাম। কেননা তিনি বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব রেখে চলেছেন। তবে তার দেশের এ প্রভাব আগেও ছিল। কেননা তার পূর্বসূরীরা এক সময় বিশাল ইউনিয়নের শাসক ছিল। যেখানে ১৫টি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা একীভূত ছিল। মনে করা হয়ে থাকে পুতিন তার পূর্বসুরীদের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনারই চেষ্টা করছেন। ◀ *শিখনফল: ৪*

ক. আবখাজিয়া কার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল ছিল? ১

খ. EURASEC কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোচনায় তোমার পঠিত যে ইউনিয়নের সাদৃশ্যতা লক্ষ করা যায় তার পতনের তাৎক্ষণিক প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ইউনিয়নের পতনের কী কোনো সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে বলে তুমি মনে করো? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আবখাজিয়া জর্জিয়ার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল ছিল।

খ EURASEC হলো একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা।

সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্তির পর রাষ্ট্রগুলো তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার স্বার্থে Eurasian Economic Community গঠন করে। যেটা ছিল সাবেক CIS Customs Union এর পরবর্তী ধাপ। EURASEC- এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো: রাশিয়া, বেলারুশ, কাজাখস্তান, কিরঘিজিস্তান, তাজিকিস্তান, ইউক্রেন ও মোলদাভিয়া এ সংস্থার পর্যবেক্ষক সদস্য।

গ উদ্দীপকের আলোচনায় আমার পঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সাথে সাথে বিশ্ব দ্বি-মেরু বিশিষ্ট রাজনৈতিক পরাশক্তি বলয়ের বিভক্তি থেকে একক পরাশক্তি বলয়ের রাজনৈতিক বিশ্বব্যবস্থায় প্রবেশ করে। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মোকাবিলা করার জন্য কোনো আদর্শ, কোনো সংস্থা বা দেশের অস্তিত্ব রইল না। এছাড়া পূর্ব ইউরোপে, শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। NATO-এর প্রভাব অপ্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় এবং সোভিয়েত প্রভাব লুপ্ত হওয়ায় পূর্ব ইউরোপ বাল্টিক অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে মোতায়েনকৃত বিপুল মার্কিন সৈন্য ও সরঞ্জাম সেখান থেকে মধ্যপ্রাচ্যে পুনঃমোতায়েনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আর চীন পূর্ণ অর্থনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিচ্ছে। এছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন শক্তিশালী হয়। অন্যদিকে চীনও প্রচুর সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পায়। অধিকন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে মধ্য এশিয়ায় কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। তাই বলা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের তাৎক্ষণিক প্রভাব অপরিসীম।

ভ্লাদিমির পুতিন হলেন বর্তমান রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট। আর এ রাশিয়া পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং উদ্দীপকের আলোচনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সাদৃশ্যতা লক্ষ্য করা যায়।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ইউনিয়ন অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে বলে আমি মনে করি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের মধ্যে অন্যতম হলো ইস্টার্ন সোভিয়েত ব্লকে জাতীয়তাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। এছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন আর সমাজতন্ত্রের পতন সমার্থক নয় বলেই অনেকে মনে করেন। কেননা চীনে এখনও সমাজতন্ত্র বিদ্যমান। অদূর ভবিষ্যতে একক পরাশক্তির মার্কিন তাঁবেদারিতে বিরক্ত হয়ে বিশ্বের দেশে দেশে সমাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন ঘটবে বলে অনেকে মনে করেন। তাছাড়া এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব ঘটার ফলে বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে বৈদেশিক নীতি পরিবর্তিত হয়। অধিকন্তু সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির স্থলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি দ্রুত অনুসৃত হতে থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে সহনীয় করার জন্য 'ক্রান্তিকালীন' সময় পার করা দরকার ছিল। অতিদ্রুত পুঁজিবাদী অর্থনীতির দিকে ধাবিত হওয়ায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অর্থনীতি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। এর ফলে বহু বিত্তশালী ব্যবসায়ী রাতারাতি দরিদ্র হয়ে যায়। বহু শিল্প কারখানা বিকল হয়ে যায়। এর ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অর্থনীতি ফাটা বেলুনের মতো চুপসে যায়।

প্রশ্ন ▶ ১০ ছিটমহল সমস্যার কারণে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মিত হয়। ফলে ঐ স্থানের মানুষ নিজগৃহে পরবাসী হয়ে পড়ে। ২০১৫ সালের ১ আগস্ট ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া উঠে যায়। ফলে ছিটমহলে নতুন সূর্যের উদয় হয়। ◀ *শিখনফল: ৭*

ক. নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য কতটি? ১

খ. সাধারণ পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি লিখ। ২

গ. 'কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ভূখণ্ডের বিভক্তি' পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়কে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কীভাবে উক্ত বিভক্তির অবসান হয় বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ৫টি।

খ জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত প্রতিটি দেশের ৫ জন প্রতিনিধি সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত।

জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত প্রতিটি দেশের ভোট একটি করে। একজন সভাপতি, ২১জন সহসভাপতি ও ৭ জন স্থায়ী কমিটির সভাপতি নিয়ে এ পরিষদ গঠিত। প্রতিবছর এ পরিষদ একবার অধিবেশনে মিলিত হয় এবং এ সভায় জাতিসংঘের এ সনদের এখতিয়ারভুক্ত সকল বিষয় আলোচনা করা যায়।

গ 'কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ভূখণ্ডের বিভক্তি' পাঠ্যবইয়ের বার্লিন প্রাচীর কে নির্দেশ করে।

বিশ্বের ইতিহাসে বার্লিন প্রাচীর নির্মাণ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর মিত্র শক্তিভুক্ত ফ্রান্স, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানিকে চারটি অংশে বিভক্ত করে। এমনকি জার্মানির রাজধানী বার্লিন শহরকে চারটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। ফ্রান্স, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র তাদের অধিকৃত অঞ্চল তথা পশ্চিম জার্মানি একত্রিত করে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করে। তাদের নেতৃত্বে পশ্চিম জার্মানিতে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। অন্যদিকে পূর্ব জার্মানিতে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করায় পূর্ব জার্মানি পশ্চিম জার্মানির চেয়ে পিছিয়ে পড়ে। পশ্চিম জার্মানির অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধায় আকৃষ্ট হয়ে অনেক পূর্ব জার্মান নাগরিক পশ্চিম জার্মানিতে চলে যেতে শুরু করলে পূর্ব জার্মান সরকার এটি দূর করার জন্য পশ্চিম বার্লিনের চারপাশে দেয়াল নির্মাণ করে, যা 'বার্লিন প্রাচীর' নামে পরিচিত। এ প্রাচীর নির্মাণের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির জনগণ নিজ গৃহে পরবাসী হয়ে পড়ে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, ছিটমহল সমস্যার কারণে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মিত হলে ঐ স্থানের মানুষ নিজগৃহে পরবাসী হয়ে পড়ে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, উদ্দীপকের কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের ভূখণ্ডের বিভক্তি বার্লিন প্রাচীরকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ উক্ত বিভক্তি অর্থাৎ জার্মানির বিভক্তির অবসান হয় বার্লিন প্রাচীরের পতনের মধ্য দিয়ে।

পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানির একত্রীকরণ বিশ্বের স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৮৯ সালে পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রীবিরোধী আন্দোলন শুরু হলে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরিতে কমিউনিস্টদের পতন ঘটে। সোভিয়েত গর্বাচেভ সরকার এসব দেশে হস্তক্ষেপ করার নীতি পরিত্যাগ করলে এর প্রভাব পড়ে জার্মানিতে। ফলে পূর্ব জার্মানির GDR সরকার রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পশ্চিম জার্মানির সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর পূর্ব জার্মান সরকার পূর্ব জার্মানির সকল নাগরিককে পশ্চিম জার্মানিতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করে। এর ফলে দলে দলে লোক বার্লিন প্রাচীর টপকে পশ্চিম জার্মানিতে গমন করে। পশ্চিম জার্মানির জনগন তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়।

পরবর্তীকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জনতা বার্লিন প্রাচীরের কতক অংশ স্ব-উদ্যোগে ভেঙে ফেলে। নভেম্বরে ঘোষণার পর বার্লিন প্রাচীরের মধ্যে আরও ১০টি পথ ভেঙে উন্মুক্ত করার ঘোষণা দেয় পূর্ব জার্মান সরকার। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত আরও নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ১৯৯০ সালের ১৩ জুন থেকে পূর্ব জার্মান সেনাবাহিনী বার্লিন প্রাচীর সরকারিভাবে ভেঙে ফেলতে শুরু করে। ১৯৯১ সালের নভেম্বরের শেষ নাগাদ এ প্রাচীর ভাঙা সমাপ্ত হয়। বস্তুত ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর বার্লিন প্রাচীর উন্মুক্ত করার মধ্য দিয়ে শুরু হয় দুই জার্মানির একত্রীকরণ প্রক্রিয়া।

পরিশেষে বলা যায় যে, বার্লিন প্রাচীরের পতনই জার্মান বিভক্তির অবসান ঘটায় এবং দুই জার্মানি একত্রীকরণ হয়।

প্রশ্ন ▶ ১১ আকিদুল ও কামাল দুই ভাই। তাদের বসবাসরত বাড়িটির পূর্ব পাশে থাকে আকিদুল এবং পশ্চিম পাশে থাকে কামাল। দুই ভাইয়ের মধ্যে কলহের কারণে বাড়ির মাঝখানে বেড়া দিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় উভয় পক্ষের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়। তবে এর অনেকদিন পর আকিদুলের ছেলেমেয়েরা বেড়া ভেঙে কামালের ছেলেমেয়েদের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। আবার ঐ বাড়িতে শান্তি ফিরে আসে। ◀ *পিখনফল: ৭ ও ৮*

ক. রুমানিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন কখন অপ্রত্যাশিতভাবে শেষ হয়ে যায়? ১

খ. বরিস ইয়েলৎসিন সম্পর্কে কী জান? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত ঘটনায় প্রাচীর দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইউরোপের ইতিহাসে উক্ত ঘটনাটির ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রুমানিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন ১৯৮৯ সালে অপ্রত্যাশিতভাবে শেষ হয়ে যায়।

খ বরিস ইয়েলৎসিন ছিলেন সর্ববৃহৎ প্রজাতন্ত্র রাশিয়ার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট।

রাশিয়ার যে সকল মানুষ গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত, ইয়েলৎসিন ছিলেন তাদের অবিসংবাদিত নেতা। তিনি রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। ডেমোক্রেটিক প্লাটফর্ম নামে একটি গোষ্ঠী গঠন করেন এবং মূলত তার ভূমিকার কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন ত্বরান্বিত হয়।

গ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় বার্লিন প্রাচীর দেওয়ার অন্যতম কারণ সোভিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শত্রুতা মনোভাব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানিকে বিভক্ত করে পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানিতে আধিপত্য বিস্তার করে। এমনকি রাজধানী বার্লিনকে বিভক্ত করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিম জার্মানিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী সরকার ব্যবস্থা গঠিত হয় এবং সোভিয়েত অনুকরণে পূর্ব জার্মানিতে সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়। ফলে দুদেশের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়। পূর্ব জার্মানির মুদ্রা পশ্চিম জার্মানিতে অবৈধভাবে প্রবেশের অভিযোগে পশ্চিম জার্মানি সরকার নতুন মুদ্রা মার্ক চালু করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে পশ্চিম জার্মানি দ্রুত অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। পশ্চিম জার্মানিতে ব্যাপক অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয় এবং নাগরিকগণ অনেক অর্থনৈতিক সুবিধা পায়। কিন্তু পূর্ব জার্মানিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সেরকম কোনো পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় নি। পূর্ব জার্মানি অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতেও পারে নি। ফলে পূর্ব জার্মান নাগরিকগণ পশ্চিম জার্মানির অর্থনৈতিক সুবিধার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পশ্চিম জার্মানিতে চলে যেতে শুরু করে। এ বিপুল পরিমাণ অভিবাসন ঠেকাতে পূর্ব জার্মান সরকার পশ্চিম জার্মানির চারপাশে ১৯৬১ সালে বার্লিন দেয়াল নির্মান করে যেটি ইতিহাসে বার্লিন প্রাচীর নামে পরিচিত।

উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, আকিদুল ও কামাল দুই ভাইয়ের মধ্যে কলহের কারণে বাড়ির মাঝখানে বেড়া দিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় উভয় পক্ষর মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই ভাইয়ের বেড়া দেওয়ার কারণের সাথে বার্লিন প্রাচীর দেওয়ার কারণের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ ইউরোপের ইতিহাসে উক্ত ঘটনা তথা বার্লিন প্রাচীরের পতনের ফলাফল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে বার্লিন প্রাচীরের পতন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বার্লিন প্রাচীরের পতনের ফলাফলও ছিল অনেক গভীর। কেননা বার্লিন প্রাচীরের পতনের মধ্য দিয়েই দীর্ঘদিন পর দুই জার্মানি একত্রিত হয়। আর জার্মানির একত্রীকরণের ফলে পশ্চিম জার্মানি পূর্ব জার্মানি থেকে সমাজতান্ত্রিক সরকার এবং ভাবধারা উচ্ছেদ করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। পশ্চিম জার্মানি পূর্ব জার্মানির অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। পূর্ব জার্মানির অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারেও পশ্চিম জার্মানি ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগ করে। ফলে পূর্ব জার্মানি খুব দ্রুত অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে। জার্মানির একত্রীকরণে পূর্ব জার্মানির জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ও উন্নয়ন সাধিত হয়। জার্মানির একত্রীকরণ হলে বার্লিন শহর পুরো জার্মানির রাজধানী হলে বার্লিন তার পূর্বের ঐতিহ্য ফিরে পায়। NATO ভুক্ত পশ্চিম জার্মানির সাথে যুক্ত হওয়ায় পূর্ব জার্মানির জনগণ পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়। তাদের এতদিনের শৃঙ্খলিত জীবন অনেকটা সহজ হয়। অবাধ তথ্য প্রবাহের সুযোগ লাভের ফলে পূর্ব জার্মানির জনগণের সৃজনশীল চিন্তার বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। বার্লিন প্রাচীরের পতন জার্মানির একত্রীকরণের পথ উন্মুক্ত করলে জার্মানি ইউরোপ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভূত হয়। বর্তমান বিশ্বে জার্মানি অর্থনীতির দিক থেকে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যতম, যেটি বার্লিন প্রাচীর পতনের অন্যতম ফলাফল।

পরিশেষে বলা যায় যে, বার্লিন প্রাচীর পতনের ফলে দুই জার্মানি একত্রীকরণ হলে জার্মানিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

প্রশ্ন ▶ ১২ 'ক' ও 'খ' দুই ভাই। বিভিন্ন কারণে দুই ভাই দীর্ঘদিন আলাদা ছিল। অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে দুই ভাই আবার এক হয়। এখন পেশিশক্তির দিক থেকে তাদের পরিবার গ্রামে এক নম্বর পর্যায়ে আছে। দুই ভাইয়ের একত্রীকরণের ফলে অর্থনীতিতে এখন তাদের পরিবার গ্রামে তৃতীয় ধনী পরিবার। ◀ *পিখনফল: ৮*

ক. বলশেভিক বিপ্লব কখন হয়? ১

খ. পশ্চিমা শক্তি কেন পূর্ব ইউরোপীয় সোভিয়েত বিরোধী জাগরণ সৃষ্টিতে মদদ দেয়? ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' ও 'খ' ভ্রাতৃদ্বয়ের একত্রীকরণের প্রভাবের সাথে দুই জার্মানির পুনঃএকত্রীকরণের কোন প্রভাবের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ভ্রাতৃদ্বয়ের একত্রীকরণের প্রভাবের চেয়ে দুই জার্মানির একত্রীকরণের প্রভাব আরো বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী-উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বলশেভিক বিপ্লব ১৯১৭ সালে সংঘটিত হয়।

খ ১৯৮৯ সালে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েতবিরোধী আন্দোলন শুরু হলে পশ্চিমাশক্তি এতে সমর্থন দেয়।

কারণ পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত শাসনের পতন হলে সমাজতন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং পুঁজিবাদের জয় হবে। এছাড়া পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত শাসনের অবসান হলে পশ্চিমাশক্তি সেখানে আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। এ সকল কারণে পূর্ব ইউরোপীয় সোভিয়েতবিরোধী জাগরণ সৃষ্টিতে পশ্চিমাশক্তি মদদ দেয়।

গ উদ্দীপকের 'ক' ও 'খ' ভ্রাতৃদ্বয়ের একত্রীকরণের প্রভাবের সাথে দুই জার্মানির পুনঃএকত্রীকরণের অর্থনৈতিক প্রভাবের সামঞ্জস্য রয়েছে।

জার্মানির পুনঃএকত্রীকরণের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দুই জার্মান একত্রীকরণের ফলে পশ্চিম জার্মানি পূর্ব জার্মানি থেকে সমাজতান্ত্রিক সরকার এবং ভাবধারাকে উচ্ছেদ করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। পশ্চিম জার্মান পূর্ব জার্মানির কাঠামোগত উন্নয়নে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। ফলে দ্রুত পূর্ব জার্মানিতে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ফিরে আসে। জার্মানির একত্রীকরণের ফলে পূর্ব জার্মানির জীবনযাত্রার মানের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। ১৯৯০-৯৫ সময়কালে পূর্ব জার্মানি পশ্চিম জার্মানির প্রায় কাছাকাছি অর্থনৈতিক পর্যায়ে চলে আসে। অতি অল্প জার্মানি বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতেও দেশটি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকেও দেখা যায় 'ক' ও 'খ' দুই ভাই বিভিন্ন কারণে দীর্ঘদিন আলাদা থাকলেও আবার একত্রিত হয়। এখন পেশিশক্তির দিক থেকে তাদের পরিবার গ্রামে এক নম্বর পর্যায়ে আছে এবং দুই ভাইয়ের একত্রীকরণের ফলে অর্থনীতিতে এখন তাদের পরিবার গ্রামে তৃতীয় ধনী পরিবার।

উপরের আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত ভ্রাতৃদ্বয়ের একত্রীকরণের প্রভাবটিতে দুই জার্মানির একত্রীকরণের অর্থনৈতিক প্রভাবটি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের ভ্রাতৃদ্বয়ের একত্রীকরণের প্রভাবের চেয়ে দুই জার্মানির একত্রীকরণের প্রভাব আরো বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী— উক্তিটি সঠিক।

জার্মানির একত্রীকরণের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একত্রীকরণের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল না। ইউরোপীয় এবং আন্তর্জাতিকসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও জার্মানির একত্রীকরণের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। জার্মানির একত্রীকরণকে আমেরিকা ও পশ্চিমা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জয় হিসেবে উৎফুল্ল বোধ করে। দুই জার্মানির একত্রীকরণের ফলে পূর্ব জার্মানি ওয়ারস জোট থেকে তার সদস্যপদ ত্যাগ করে। ফলে ওয়ারস জোট দুর্বল হয়ে পড়ে। রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী পুঁজিবাদী শক্তিশালী জার্মান রাজ্যের অবস্থা রাশিয়ার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। জার্মানির একত্রীকরণের ফলে বিপুল সংখ্যক পূর্ব জার্মানদের অনুপ্রবেশে পশ্চিম জার্মানি সস্তা শ্রমিকের ধাক্কা অনুভব করে। দুই জার্মানির একত্রীকরণে জার্মানরা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ থেকে সমাজতন্ত্রের ধ্যান-ধারণা অপসারণ করে এবং সমাজতন্ত্রের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে পশ্চিম জার্মানির ভ্রাতাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়। এমনকি এ একত্রীকরণের মধ্য দিয়েই জার্মানি ইউরোপে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। ঐক্যের আট মাস পর বার্লিন সমগ্র জার্মানির রাজধানী হয় এবং জার্মানি ন্যাটো (NATO)-এর সদস্য হিসেবে বর্তমান বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

সর্বোপরি বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত ভ্রাতৃদ্বয়ের একত্রীকরণের প্রভাবের চেয়ে জার্মানির একত্রীকরণের প্রভাব আরও গভীর। সুতরাং প্রশ্নেউল্লিখিত উক্তিটি যৌক্তিক এবং যথার্থ।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶১৩ মার্চ মাসে আন্দোলন শুরু হলেও ডিসেম্বরে বিজয় লাভ করে। এই বিষয়ে শিহাব তার দাদিকে জিজ্ঞাসা করলে তার দাদি বলেন যে, ইতিহাসে ডিসেম্বরে অনেক সফল আন্দোলন হয়েছে। পূর্ব ইউরোপের একটি দেশে ডিসেম্বর মাসে হঠাৎ আন্দোলন শুরু হয় মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সরকারের পতন হয়। ইতিহাসে একে 'ডিসেম্বরের আলৌকিক ব্যাপার' বলে অভিহিত করা হয়।

◀ শিখনফল: ৫

ক. কখন রুমানিয়া অটোমান সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা লাভ করে? ১

খ. সোভিয়েত রাষ্ট্রের পতনের পর এশিয়া অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে ধারণা দাও? ২

গ. উদ্দীপকে শিহাবের দাদি তার বক্তব্যে কোন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে শিহাবের দাদি যে শাসনের পতনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সেই শাসকের পতনের পেছনে ছিল অনেক কারণ— কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪